দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# একুশের গ্রন্থমেলার ভবিষ্যৎ ভাবনা

বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশের মাসব্যাপী গ্রন্থমেলা শেষ হইতে চলিয়াছে। যথারীতি এইবারও মেলায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। সর্বস্তরের ও সকল বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মুখরিত হইয়াছে মেলা প্রাঙ্গণ। যতো দিন যাইতেছে জনসমাগম যে ততোই বাড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাড়িতেছে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশক এবং মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও। তথ্যকেন্দ্রের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, গত বৎসর যেইখানে নূতন বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ১৩টি, এইবার সেইখানে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাই ছিল প্রায় সাড়ে ৩ হাজার। সেই সাথে বইয়ের বিক্রয়ও বাড়িয়া চলিয়াছে। মেলার লক্ষণীয় একটি দিক হইল, বিপুল জনসমাগম সত্ত্বেও আমাদের জানা মতে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে নাই। তবে এই মেলা লইয়া যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে অস্বস্তি দিন দিন বাড়িতেছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অস্বস্তির কারণ একাধিক। প্রথমত, গত দুই দশকে মেলায় জনসমাগম ও অংশগ্রহণকারী প্রকাশকের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইলেও মেলার পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, মেলা প্রাঙ্গণের ভিতরে ও বাহিরে অনুমোদিত ও অননুমোদিতভাবে প্রকাশক ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক হকারের উপস্থিতি গ্রন্থমেলার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করিতেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপত্তিকর ও নকল বই এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে মেলার পরিবেশ কলুষিত করার অভিযোগও রহিয়াছে। সামগ্রিকভাবে মেলার ভবিষ্যৎ লইয়া তর্কবিতর্কও চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবৎ।

এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি মেলা কমিটি সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, আগামী বৎসর হইতে আর কোনো সংগঠন নয়, শুধু প্রকাশকদের লইয়াই গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হইবে। সেই সাথে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ইহাও নিশ্চিত করিয়াছেন যে, প্রকাশিত গ্রন্থের মান বিচার করিয়াই তাহাদের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হইবে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলা একাডেমীর সীমানা প্রাচীরের মধ্যেই সীমিত থাকিবে মেলার পরিসর। রাস্তায় কোনো স্টল থাকিবে না। ভুক্তভোগী মাত্রই সিদ্ধান্তগুলিকে যে স্বাগত জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এতোকাল ক্ষমতার দাপট দেখাইয়া ভর্তি-বাণিজ্য ও নিয়োগ-বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু একুশের চেতনার সহিত সরাসরি সম্পর্কিত এই বইমেলাকে কেন্দ্র করিয়া যেই স্টল-বাণিজ্যের কথা ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়। মেলা কর্তৃপক্ষও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইয়া একটি মহল ডুইফোঁড় বিভিন্ন সংগঠনের নামে যথেচ্ছ স্টল বরাদ্দ লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বাড়তি অর্থ ব্যয় করিয়া যাহারা সেইসব স্টল বরাদ্দ লইয়াছেন তাহারা সেইখানে যদি একুশের চেতনার পরিপন্থী বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসেন তাহাদের তো দোষও দেওয়া যায় না। বাস্তব চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নহে। ভুলে ভরা, নকল ও নিম্নমানের কুরুচিপূর্ণ প্রকাশনার ক্রমবর্ধমান দাপটে কোণঠাসা হইয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে মানসম্পন্ন প্রকাশনা। তবে এই অবস্থা যে একদিনে সৃষ্টি হয় নাই তাহাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

সব মিলাইয়া, মেলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত। তবে ইহা মুদ্রার একদিকের চিত্র মাত্র। মনে রাখা আবশ্যক যে, একুশের গ্রন্থমেলাটি আর দশটি গ্রন্থমেলার মতো নহে। তাহার অকাট্য উদাহরণও আমাদের হাতের কাছেই আছে। একুশের গ্রন্থমেলায় যেইখানে মানুষের ঢল সামাল দেওয়াই মুশকিল হইয়া পড়ে, সেইখানে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও ঢাকা গ্রন্থমেলার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হইতেছে না। ইহার কারণ মহান একুশে ফেব্রুয়ারির মতোই অমর একুশের গ্রন্থমেলাটিও ইতিমধ্যে একটি প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে রচিত হইয়াছে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধন। সেই কারণেই লেখক-প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা হিসাবে বইমেলার সূচনা হইলেও তাহা ইতিমধ্যে সর্বস্তরের মানুষের প্রাণের মেলায় পরিণত হইয়াছে। অমর একুশের গ্রন্থমেলার এই সর্বজনীনতা নিঃসন্দেহে একটি অমূল্য সম্পদ। যে কোনো মূল্যে ইহা ধরিয়া রাখিতে হইবে। পাশাপাশি ইহাও অনস্বীকার্য যে মেলার স্থানটিরও একটি ঐতিহাসিক ও প্রতীকী গুরুত্ব রহিয়াছে। অতএব, স্থান বদলের চিন্তাও বাদ দিতে হইবে। বরং বাংলা একাডেমীর সীমানার ভিতরে বিপুলসংখ্যক মানুষ যাহাতে স্বচ্ছন্দে এই মেলায় অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করাটাই অধিক জরুরি বলিয়া আমরা মনে করি। বইমেলাকে অবশ্যই সর্বপ্রকার কলুষ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। নিশ্চিত করিতে হইবে প্রকাশিত গ্রন্থের মান। তবে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা সমীচীন হইবে না যাহাতে অমর একুশের গ্রন্থমেলার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও একাগ্রতায় সামান্যতম চিড় ধরে।